সংবাদ

তারিখ 05 JUL 2005
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কেলেঙ্কারি : আদালতের নির্দেশে রক্ষা

# ভিসির প্রস্তাবে রাজি হননি স্ত্রী তাই চাকরি হারিয়েছেন স্বামী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. আফতাব আহমাদের ইচ্ছানুযায়ী এক কলেজ পরিদর্শকের স্ত্রী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে যোগদান না করায় চাকরি হারাতে হয়েছে কলেজ পরিদর্শককে। কলেজ পরিদর্শক আবদুর রশীদের স্ত্রী ঢাকার একটি খ্যাতনামা সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপিকা। তিনি ভিসির ইচ্ছা অনুযায়ী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করতে রাজি না হওয়াই কাল হয়ে দাঁড়ায় স্বামীর জন্য। এরপর থেকেই ভিসি আবদুর রশীদকে কোণঠাসা করার চেষ্টায় থাকেন। গত শনিবার বরখাস্ত হওয়া কলেজ পরিদর্শক হাইকোর্টে এ ব্যাপারে রিট পিটিশন দায়ের করেছেন। বিচারপতি আবদুল মতিন ও বিচারপতি মামনুন রহমান সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ আবদুর রশীদের বরখাস্তের আদেশ স্থগিত ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে আদালত আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে আবদুর রশীদের বরখাস্ত আদেশ কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না- এই মর্মে কারণ

স্বামী : (পৃ: ১১ ক: ৬)।

## স্বামী : চাকরি হারালেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রুলনিশি জারি করেন।

মামলার বিবরণে বলা হয়েছে, কলেজ পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার আগে আবদুর রশীদ একটি সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক পদে নিয়োগের আগে তিনি ও তার স্ত্রী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির সঙ্গে দেখা করেন। ভিসি তার নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। ভিসি ড. আফতাব তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে প্রশংসা করেন। আবদুর রশীদ অভিযোগ করেন, এর পর প্রায় সময়ই ভিসি ড. আফতাব তার স্ত্রীকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে যোগ দেয়ার কথা বলেন। আবদুর রশীদ তার স্ত্রীকে ভিসির প্রস্তাব জানান। তার স্ত্রী এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কলেজ পরিদর্শক রশীদ ভিসির কাছে তার স্ত্রীর অসম্মতির কথা জানালে তিনি রুষ্ট হন।

রশীদ আরও জানান, এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাকে এ বছরের ১৩ জানুয়ারি সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এ ঘটনার পর ভিসি তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আলোচনায় বসার কথা বলেন। এ সময় ভিসি তাকে জানান, তার স্ত্রী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে যোগদানে সম্মত হলে রশীদের বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হবে। এই প্রস্তাব দিয়ে গত ১৮ জানুয়ারি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. ইব্রাহীমকে তার বাসায় পাঠানো হয়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তাকে এবং তার স্ত্রীকে ভিসির ধানমণ্ডির অফিসে দেখা করার অনুরোধ জানান। আবদুর রশীদ ও তার স্ত্রী ভিসির সঙ্গে দেখা করতে গেলে আবারও তার স্ত্রীকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিতে যোগ দিতে বলেন; কিন্তু আবদুর রশীদের স্ত্রী চাকরিতে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানালে ভিসি তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। এ সময় ভিসি তাদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন এবং তাদের শিক্ষা দেবেন বলে জানান।

রশীদ অভিযোগ করেন, তাকে বরখাস্ত করার ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশনস-এর ৪২ (ক) অনুচ্ছেদ লঙ্ঘিত হয়েছে। তিনি বলেন, তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন সময়ে শতকরা ৫০ ভাগ বেতন দেয়ার নিয়ম থাকলেও তা দেয়া হয়নি। তিনি বলেন, দীর্ঘ সময় বিষয়টি অমীমাংসার মাধ্যমে ঝুলিয়ে রাখায় তিনি আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন।